দৈনিক বাংলা 002

তারিখ 29 APR 1986 ... পৃষ্ঠা ... কলাম 1 ...

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : মঙ্গলবার, ১৫ই বৈশাখ, ১৩৯৩ : ২৯শে এপ্রিল, ১৯৮৬

প্রাথমিক স্কুলের অবস্থা

আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির বর্তমান হালতের একটি স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক রিপোর্টে। এতে বিভিন্ন অঞ্চলের অসংখ্য প্রাথমিক স্কুল সম্পর্কে যে তথ্যাদি দেয়া হয়েছে, সংক্ষেপে সেগুলি হল : প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয় ভবনগুলি জরাজীর্ণ। স্কুল ঘর ও বেঞ্চের অভাবে ছাত্রছাত্রীরা মাটিতে অথবা গাছতলায় বসে ক্লাস করে। কোন কোন স্কুলে প্রধান শিক্ষকসহ প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা নেই, কোথাও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সঠিকভাবে শিক্ষা না দেবার অভিযোগ, কোথাও বই-এর অভাব। বহু পুরাতন ভবনের পড়ো পড়ো অবস্থা। সব মিলিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রের এক হতাশাজনক চিত্র।

প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষার ভিত্তি। এই ভিত্তি পাকাপোক্ত না হলে শিক্ষার যেমন বাঞ্ছিত বিস্তার ঘটে না, তেমনি বিকাশ হয় না শিক্ষাব্রতীদের মেধারও। সুন্দর স্কুল, আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণ ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ কোমলমতি শিশুদের লেখাপড়ার প্রতি আরও বেশি আগ্রহী করে তোলে। এজন্যই উন্নত দেশগুলিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন, বই-পত্র, খেলাধুলার উপকরণ এমনকি শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও শিশুদের মনোমত হওয়ার উপর যথাসম্ভব গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্তু অনেক কিছুর মত আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা অঙ্গনেও ভিন্ন অবস্থা বিরাজমান। পরিস্থিতিটি কেবল অনাকর্ষণীয়ই নয়, অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য পীড়াদায়ক। এই অবস্থায় লেখাপড়ার দিকে অনেকের মন না থাকা এবং বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর মাঝপথে স্কুল ছাড়া খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। বরং বলা যায় যে এত সব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ছাত্রছাত্রী যে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে এটাই বিস্ময়কর।

জাতির দ্রুত অগ্রগতির স্বার্থে শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি অপরিহার্য। সরকারও শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী নিচ্ছেন এবং ব্যয় করছেন বিপুল অর্থ। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নেও বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। বহু স্কুলের সরকারীকরণ, রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে শিক্ষকদের বেতন দান, রেশনের সুবিধা, শিক্ষক প্রশিক্ষণের সুবিধা প্রসার, স্কুল ঘরগুলির পাকা ভবনে রূপান্তর ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সব উন্নয়ন ও কল্যাণমুখী তৎপরতা সত্ত্বেও দেশের প্রাথমিক শিক্ষা তথা প্রাথমিক স্কুলসমূহের সামগ্রিক অবস্থার যে আশানুরূপ উন্নতি ঘটেনি উপরোক্ত রিপোর্টটিই তার দুঃখজনক সাক্ষ্য বহন করছে।

এছাড়াও প্রাথমিক স্কুলগুলোর আরও বড় সমস্যা হচ্ছে এর শিক্ষার মান। এখানে দক্ষ শিক্ষকেরও অভাব আছে। সেই সুযোগে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে উঠেছে কিন্ডারগার্টেন ব্যবসা। প্রাথমিক শিক্ষা হারাচ্ছে তার ভারসাম্য। শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্টি হচ্ছে দুস্তর ব্যবধান। এই ব্যবধান ঘুচানোর জন্যও সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। অভিভাবকদের মনে সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলো সম্পর্কে আস্থা সৃষ্টি করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি চাইলে প্রাথমিক শিক্ষাদানের স্থান অর্থাৎ স্কুলঘরগুলিকে আকর্ষণীয়, সুপরিসর ও মজবুত করতে হবে। জরাজীর্ণ ঘরগুলি বৃষ্টি-বাদলা ও ঝড়-তুফানে বিধ্বস্ত হয়ে পুরাতন জগন্নাথ হল ভবনের মত দুঃখজনক ঘটনা ঘটবার আগেই সেগুলি সংস্কার বা পুনর্নির্মাণ করা দরকার। ঘর বা বেঞ্চের অভাবে ছেলেমেয়েদের দাঁড়িয়ে থেকে অথবা মাটিতে কিংবা গাছের তলায় বসে লেখাপড়া করা জাতির জন্য শ্লাঘাকর নয়, শোভনও নয়। আমরা এই অবস্থার আশু অবসান চাই। সমগ্র দেশে অভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষার সকল প্রকার সাজ-সরঞ্জাম থাকা এবং ছাত্রছাত্রীদের সময়মত বই-খাতা সরবরাহের উপর প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার বহুলাংশে যে নির্ভরশীল তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই।